



# ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

সৈয়দ নাইমুর রহমান সোহেল

প্রভাষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি  
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

## প্রশ্ন:

১. গণঅভ্যুত্থান কী?
২. বিপ্লব ও গণঅভ্যুত্থানের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা কর ।
৩. ১৯৬৯ সালের আন্দোলনকে কে গণঅভ্যুত্থান বলা হয়?
৪. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি/কারণ/প্রেক্ষাপট আলোচনা কর ।
৫. আমাদের জাতীয় জীবনে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য নিরূপন কর ।



## ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

- ▶ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে যে ঘটনাবলির সূত্রপাত তা পরবর্তীকালে কেবল ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একটি সাধারণ দাবি- আইয়ুবের পতনকে কেন্দ্র করে প্রথমবারের মতো বাঙালিরা একযোগে পথে নামে। এ অভ্যুত্থানের পরিণতিতে শুধু আইয়ুব খানেরই পতন ঘটেনি বরং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়।

# ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি

## স্বায়ত্তশাসন প্রদানে পাকিস্তান সরকারের অনীহা

- ▶ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার স্বায়ত্তশাসন ইস্যুতে নেতিবাচক মনোভাব দেখায়।
- ▶ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতিদানের দাবি উত্থাপন করে।
- ▶ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে ১৯৫০ সালের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মৌলিক নীতিমালা কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রস্তাবটিতে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয় এবং প্রদেশসমূহকে কার্যকর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়।
- ▶ এ প্রস্তাবের বিপক্ষে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে মৌলিক নীতিমালা কমিটি বিরোধী আন্দোলন। ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কমিটির সুপারিশমালার ওপর পরিষদের আলোচনা স্থগিত রাখে।

## ভাষার প্রতি অবজ্ঞা

- ▶ সরকার ১৯৪৮ সাল থেকে বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। এ সময় থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- ▶ তখন থেকে পূর্ব বাংলায় সরকার বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজ সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত ও বহু আহত হয়।
- ▶ এসময় পাকিস্তান সরকার প্রথমবারের মতো বাঙালিদের কঠোর আন্দোলনের মুখোমুখি হয়। এই আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত বাঙালির বিজয় সূচিত হয় এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।
- ▶ অপরদিকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার তথা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত করে।

## যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভ

- ▶ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করে।
- ▶ যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৫ সালের ৩ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই ৩০ মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন চালু করেন।
- ▶ যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল হলেও নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ও যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাঙালিদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তী সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান করে।

## ১৯৫৬ সালের সংবিধানে স্বায়ত্তশাসন অবহেলা

- ▶ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। বিভিন্ন দিক থেকে এ সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ হলেও এতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়।
- ▶ কিন্তু ১৯৫৬ পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় দলবদলের প্রেক্ষাপটে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কোনো জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

# সামরিক শাসন জারি এবং দমন নীতি

- ▶ আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তিন বছর পর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিন বছর পরও তাঁর স্বৈরাচারী মনোভাব তথা নির্যাতন ও শ্রেফতারী নীতি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল ও সর্বসাধারণকে উদ্ভিগ্ন করে তোলে।
- ▶ এমনি মুহূর্তে ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে শ্রেফতার করা হয়। এ সংবাদ পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
- ▶ এটাই আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৬০-এর দশকে আইয়ুব বিরোধী ঘটনাবহুল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
- ▶ ১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সামরিক আইনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এভাবেই শুরু হয় বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন।



ମିତ୍ର  
ଅଂକୋଚନ  
ବୀତି

ଅବିଷ୍ଟ  
କୃଷ୍ଣ

ସାଧନ  
କ୍ଷେ  
କୋଷଳ  
କଳାବଳୀ



## ১৯৬২ সালের সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন

- ▶ ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা করেন। সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনাধিকারের বিষয়টি দারুণভাবে উপেক্ষিত এবং দেশে কঠোর একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ▶ এই নতুন সংবিধান বাতিল, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ওইদিন পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৪ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করা হয়।
- ▶ অবশেষে ব্যাপক আন্দোলন ও প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন।

## ৬-দফাভিত্তিক বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা

- ▶ পূর্ব বাংলার জনগণ ৬-দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। আইয়ুব খান আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে ৮ মে ১৯৬৬ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করলে এর প্রতিবাদে ৭ জুন দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করা হয়। ওইদিন সর্বাত্মক আন্দোলনে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত হয় এবং শত শত আহত হয়। এতেও সরকার ক্ষান্ত হননি। ১৬ জুন বাঙালির মুখপাত্র ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ইত্তেফাকসহ কতিপয় পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়।
- ▶ সরকারের এরূপ নির্যাতনের প্রতিবাদে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। ছাত্র-জনতা দুর্বীর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এভাবে ১৯৬৬ সালের পরবর্তী আন্দোলন ৬-দফাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় এবং ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ লাভ করে।

# আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন

- ▶ সরকার ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক সদস্য ও নেতার বিরুদ্ধে 'আগরতলা মামলা' নামক মামলা দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁরা ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় অর্থ ও অস্ত্র নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ভারতের আগরতলায় আগের বছর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অভিযোগের পক্ষে কতগুলো দলিলপত্র দায়ের করা হয়। গ্রেফতারের পর তাদেরকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বিচার শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নিঃশর্তভাবে মামলা বাতিল ঘোষিত হয়।
- ▶ মামলার প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালের ১ ডিসেম্বর প্রতিবাদ দিবস এবং ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ১৯৬৮ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ১৯৬৯ সালের শুরুতে গণঅভ্যুত্থানের রূপ লাভ করে এবং এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়েই আইয়ুব খানের পতন ঘটে।



# গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব ও পরিণতি

- ▶ ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন। এটি শুরু হয়েছিল সরকারি নির্যাতন বিরোধী একটি সাধারণ লড়াই হিসেবে। কিন্তু অচিরেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ নিয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামেগঞ্জে। আন্দোলনের চরিত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ব্যাপক গণজাগরণের মধ্যদিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের তাৎপর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

## আইয়ুব খানের ক্ষমতা ত্যাগ

- ▶ গণআন্দোলন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গেলেই বলতে হয় ১১ দফার কথা। এ কর্মসূচির ফলে ছাত্রসমাজ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ ও দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলে। ১১ দফা ও ৬ দফার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশব্যাপী এক প্রচণ্ড গণ বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এ গণ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে ক্ষমতাসীন সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং তা প্রতিহত করতে হত্যা ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- ▶ ফলে আন্দোলন আরো তীব্র ও জোরালো হতে থাকে এবং সমগ্র দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিকে বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করেন। তীব্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ত্যাগ করতেও বাধ্য হন।

# DAWN

FOUNDED BY  
QUAID-I-AZAM  
MOHAMMAD ALI JINNAH  
KARACHI  
Wednesday, March 26, 1969  
3 Muharram, 1389  
Vol. XXVIII No. 41  
PRICE: 25 PAISA

Go-Go  
—THE "MOST" SUN GLASSES



**IGNIS**  
REFRIGERATORS • GAS COOKERS  
& ELECTRIC WATERHEATERS  
famous Italian models at special prices  
**THE INTERNATIONAL TRADERS LTD.,**  
ELECTRIC HOUSE SADDAR, KARACHI - E. P. - 5121

## COUNTRY PUT UNDER MARTIAL LAW: CONSTITUTION ABROGATED

25 Martial Law Regulations issued  
Offences, punishments and procedure listed

### Ayub quits: Yahya becomes Chief ML Administrator ML Assemblies, Ministers, Governors defunct

No other recourse was left, says Ayub  
Call for co-operation with Armed Forces

RAWALPINDI, March 25: Following Martial Law Regulations have been promulgated by the Chief Martial Law Administrator.

**REGULATION NO. 1**  
The whole of Pakistan will be considered as the Martial Law area.

The following have been appointed Deputy Chief Martial Law Administrators:

1. Lt. Gen. Abdul Hamid Khan, HQA, S. P.

2. Lt. Gen. A. I. Khan, S. P.

3. Lt. Gen. M. Nur Khan, HQA.

4. The Martial Law area will be divided into the following zones:

Zone A—whole of West Pakistan.

Zone B—whole of East Pakistan.

The following Commanders of the Pakistan military forces are hereby appointed as Administrators of Martial Law in their respective

1. Zone A—Lt. Gen. General Muhammad Aliqur Rahman, S. P.

these Regulations a Special Military Court shall be constituted in the same manner, and shall exercise the same jurisdiction.

(Continued on page 3, col 4)



**Martial Law Orders**

Following is the text of Martial Law Orders by Chief Martial Law Administrator of Gen Yahya

RAWALPINDI, March 25: Field Marshal Mohammad Ayub Khan today stepped down as President of Pakistan and handed over power to Army chief General Agha Mohammad Yahya Khan who placed the country under Martial Law with immediate effect.

The 52-year-old General, in a proclamation issued as Chief Martial Law Administrator, announced the abrogation of the Constitution and dissolution of the National Assembly and the two Provincial Assemblies. Members of the President's Council of Ministers and the two newly-appointed Provincial Governors ceased to hold their offices under the proclamation.

#### Proclamation

RAWALPINDI, March 25: Following is the text of the Martial Law Proclamation of Gen Yahya

Field-Marshal Ayub Khan, 62, in an unscheduled broadcast over Radio Pakistan at 7-15 p.m. announced he was relinquishing charge as Head of State in view of the "fast deteriorating situation" in the country.

This marks the end of his over 10 years of rule which began with Army take-over on Oct 27, 1958, at the height of a political crisis.

#### Yahya to address nation today

General Yahya Khan, Chief Martial Law Administrator, will address the nation in a

RAWALPINDI, March 25: President Mohammad Ayub Khan today announced he was stepping down and handing over power to the Army Chief Gen A. M. Yahya Khan.

The President said that the situation was now out of the control of Government and there would be no recourse except the Armed Forces.

In an unscheduled broadcast from the national headquarters he said the whole nation was demanding of the Army chief to perform his Constitutional duties.

He said he had hoped that situation would normalize after his Feb 21 announcement but instead of improving it went from bad to worse.

Law and order had broken down completely, economic life collapsed and country had reached the brink of disaster.

President Ayub said he was making the announcement with a heavy heart and after reaching the conclusion that maintaining the constitution was not possible under the present turbulent circumstances.

It was just possible that if summoned, the National Assembly might still elect a President, the President said.

President Ayub made his last appeal to the people to cooperate with the Armed Forces. Every soldier in their service, he said.

Following is the English rendering of the text of the President's broadcast:



**Ayub's letter to Yahya**

RAWALPINDI, March 25: The following letter was sent yesterday, March 24, 1969, by Field Marshal Mohammad Ayub Khan to the Commander-in-Chief, Pakistan Army, Gen A. M. Yahya Khan:

## প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি ও শ্রেণী সংগ্রামের আংশিক বিকাশ

- ▶ এ আন্দোলনের সুফল হিসেবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে।
- ▶ এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে শ্রেণী চেতনার উন্মোচন ঘটে এবং শ্রেণী সংগ্রামের আংশিক বিকাশ সাধিত হয়।



# একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃতি

- ▶ ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
- ▶ এ সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়েছিল।
- ▶ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ২১ ফেব্রুয়ারিকে ছুটির দিন ঘোষণা করেছিল। কিন্তু '৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর এ ছুটি বাতিল হয়ে যায়।
- ▶ ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্বের মর্যাদা ফিরে পায়।

# ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ

- ▶ ১৯৬৯ -এর গণআন্দোলন শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের মুক্তির পথ সুগম করেছিল। মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিব বাঙালির স্বার্থ রক্ষায় সদা সজাগ ও সক্রিয় ছিলেন। এর ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- ▶ ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আর '৭০-এর নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে শেখ মুজিব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও আদর্শকে সংযুক্ত করায় বামপন্থিদের সমর্থন লাভ করেন।
- ▶ সর্বোপরি, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলায় যে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে '৭০-এর নির্বাচনে তা পুরোপুরি আওয়ামী লীগের পক্ষে চলে যায়। আর এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকারের নির্যাতন, নিপীড়ন আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করতে উৎসাহী করে। মোটকথা, সরকারের গণবিদ্বেষী নীতি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টিকে পরাজিত করে আওয়ামী লীগের বিজয়কে সহজ করে।

## উপসংহার

- ▶ ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন ছিল পূর্ব বাংলার ইতিহাসে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে একটি ভিন্ন চরিত্রের এবং নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের বাইশ বছরের গণ-আন্দোলনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ আন্দোলনের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শেষপর্যন্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।
- ▶ '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিল এবং স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এজন্য পূর্ব বাংলার ওপর থেকে পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী মহলের আধিপত্যের অবসান এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের পেছনে '৬৯-এর গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ধন্যবাদ